"বিশেষ দীপাবলি উপলক্ষ্যে বাপদাদার অব্যক্ত মহাবাক্য**"**

আজ বাপদাদা কী দেখছেন? তোমরা সব দীপমালাকে দেখার জন্য তিনি এসেছেন। লোকে যে দীপাবলির স্মারক দিবস পালন করে, বাপদাদা কিন্তু চৈতন্য সব দীপের মালা দেখছেন। তোমরা সবাই যখন দীপাবলির দিনে প্রজ্বলিত দীপ সমূহ দেখ, তখন দেখতে দেখতে কী এই আনন্দ হয় যে আমাদেরই স্মারক পালন করছে? যেমন একটি প্রজ্বলিত দীপ প্রিয় লাগে, তেমনই নিজের স্মারক দেখে স্মৃতি ফিরে আসায় তোমরা সকলেই বিশ্বপিতা এবং সমগ্র বিশ্বের আত্মাদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠো। তো আজ স্মারক রূপ প্রত্যক্ষ রূপে দেখতে এসেছেন। মালায় একটি দানা থাকে না, অনেক জুড়ে মালা তৈরি হয়। যদি একটি দীপ আলাদাভাবে জ্বলে, তবে তাকে দীপ-মালা বলা যাবে না। তো এমনই অনেক দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়ে মায়ারূপে প্রতীয়মান হয়। তো প্রত্যেকে তোমরা নিজেকে এই দীপাবলির মাঝে গাঁথা প্রজ্বলিত দীপ মনে করো? নাকি তোমরাও অনেক প্রজ্বলিত দীপের মালা দেখে আনন্দিত হও? আজ দীপ-মালার দিনে তোমরা সবাই দীপাবলি উদযাপন করেছো? আজ বিশেষভাবে দীপাবলি উদযাপন করেছো? বাস্তবিকপক্ষে তো তোমরা সবসময়ই প্রজ্বলিত দীপ, কিন্তু যখন বিশেষ স্মারক দিবস আসে, তখন বিশেষ আত্মাদের কী করা উচিত? বিশেষ আত্মারা, যারা বিশেষভাবে নিমিত্ত হয়, তাদের বিশেষ কী সার্ভিস করতে হবে? বিশেষ আত্মাদের অন্যদের থেকে বিশেষ কার্য করতে হবে তো না! কেননা, অন্য আত্মারাও যা করতে পারে এবং করছে, সেটাই যদি তোমরা কর, তবে পার্থক্য কী রইল? বিশেষ আত্মাদের বিশেষ কাজ করতে হবে। বাপদাদা বিশেষ দিনগুলিতে বিশেষভাবে বাচ্চাদের এবং ভক্তদের তিন রূপে সেবা করেন। বিশেষ আত্মাদের উচিত বিশেষ করে নিজেদের স্মারক দিবসে সাক্ষাৎকারমূর্ত হয়ে, সাক্ষাৎ বাপদাদার সমান অন্য আত্মাদের প্রতি নিজের কল্যাণের ভাবনার দ্বারা, নিজের আধ্যাত্মিক স্নেহের স্বরূপের দ্বারা, নিজের সূক্ষ্ম শক্তির দ্বারা আত্মাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করা। যেমন অব্যক্ত রূপে বাপদাদা চারদিকের বাচ্চাদের সেবা করেন। তারা অনুভব করে যে বাপদাদা আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, আমার স্মরণের রেসপন্স দিয়েছেন বা আমার স্মরণের প্রত্যক্ষ ফল আমি অনুভব করেছি। অথবা, ভক্তরাও অনুভব করে যে আমাদের ভালোবাসা বা ভাবনার ফল ভগবান পূর্ণ করেছেন, এই অনুভব প্র্যাক্টিক্যাল রূপে হতে থাকে।

এমন বিশেষ আত্মাদের উচিত নিজেদের অব্যক্ত স্থিতিতে, নিজেদের আধ্যাত্মিক লাইট এবং মাইটের স্থিতির দ্বারা লাইট-হাউস এবং মাইট-হাউস হয়ে এক স্থানে থেকেও চারদিকে অলৌকিক অধ্যাত্ম সেবার ভাবনা ও বৃত্তির দ্বারা সেবা করা। একেই বলে অসীম জাগতিক সেবা। এমন অনুভব বা আত্মোপলব্ধি হওয়া উচিত যে, আমার প্রজা বা ভক্তরা আজ বিশেষভাবে এই স্মৃতির দিনে আমি-বিশেষ-আত্মাকে স্মরণ করছে। অল্পকালের ঋদ্ধি-সিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা যদি এক স্থানে থেকেও নিজের ভক্তদের নিজের রূপের প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎকার করাতে পারে, তবে কি বিশেষ আত্মারা নিজেদের লাইট ও মাইটের দ্বারা ভক্তদের বা প্রজাদের নিজেদের সেবার মাধ্যমে অনুভব করাতে পারে না? তো যখন এমন বিশেষ স্মৃতির দিন আসে, তখন বিশেষ আত্মাদের এমন বিশেষ সেবার অনুভব করা উচিত। এমন সেবা কি করেছো? আচ্ছা, এটিই হলো সার্ভিস। আর দীপাবলির দিনে নিজের প্রতি বিশেষ অ্যাটেনশন ছিল? আজকের দিনে আত্মার নিজের সংস্কারে সদা পরিবর্তন আনার বিশেষ অ্যাটেনশন দিয়েছ? যেহেতু স্মৃতিরূপ হিসেবে আজকের দিনটি পুরানো খাতা (হিসেব-নিকেশ) শেষ করার রীতি হিসেবে চলে আসছে, তা' অবশ্যই প্র্যাক্টিক্যাল রূপে তোমরা আত্মারা করেছ বলেই সেই স্মৃতিচিহ্ন আজও অব্যাহত রয়েছে।

তো আজকের দিনে নিজের পুরানো সংস্কারের সামান্যতম অবশিষ্ট খাতাও কি শেষ করেছ? শেষ করার আগে নিজের খাতা চেক করা হয়, রেজাল্ট বের করা হয়। এভাবে তোমরা সবাই নিজের পোতামেল চেক করেছো?

কী চেক করতে হবে? আজকের দিন পর্যন্ত যে পুরুষার্থ চলেছে, তার রেজাল্ট কী এবং এ যাবৎ কোন কোন বিষয়ে ও কত পার্সেন্টেজে সফলতামূর্ত হয়েছো? প্রথমে নিজের মন্সা সংকল্পের পোতামেল চেক করো - এ' পর্যন্ত সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠ সংকল্পের পুরুষার্থে কতটুকু সফলতা এসেছে? ব্যর্থ সংকল্প বা বিকল্পের ওপর কতটুকু বিজয়ী হতে পেরেছ এবং বাণীর দ্বারা বাবার কতটুকু পরিচয় আত্মাদের দিতে পারো, কত সংখ্যক আত্মাকে বাবার স্নেহি বা সহযোগী করতে পার? বাচায় কতটুকু আধ্যাত্মিকতা বা অলৌকিকতা বা আকর্ষণ এসেছে? ঠিক একইভাবে কর্মণার দ্বারা সদা স্বতন্ত্র অথচ প্রিয়, অলৌকিক, অসাধারণ কর্ম কতটুকু করতে পারছো? কর্মে কতটুকু কর্মযোগীর, যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত, স্নেহযুক্ত রূপ আনতে পেরেছো? নিজের সংস্কার এবং স্বরূপে বাবা সমান আকর্ষণ রূপ, স্নেহি রূপ, সহযোগী রূপ কতটুকু হয়েছ! এভাবে নিজের পোতামেল চেক করলে এখন পর্যন্ত যে খামতি বা দুর্বলতা রয়ে গেছে, তা' সমাপ্ত ক'রে নতুন খাতা শুরু করতে পারবে। এভাবে নিজের পোতামেল চেক করো। একে বলে দীপাবলি উদযাপন করা অথবা নিজেকে সম্পূর্ণ বানানোর দৃঢ় সংকল্প করা - এটাই হলো উদযাপন করা। তো এমন দীপাবলি তোমরা উদযাপন করেছ, নাকি শুধু একে অপরের সাথে মিলন মেলা উদযাপন করেছো? মিলন উদযাপনের স্মারক হলো মালা, কিন্তু দৃঢ় সংকল্পের স্মারক দীপের জ্যোতিরূপ। তাহলে তোমরা উভয় রূপে উদযাপন করেছো? নতুন বস্ত্র পরেছো? আত্মা নতুন বস্ত্র (চোলা) কিসের ভিত্তিতে পায়? সংস্কারের ভিত্তিতে পায় তো না! আত্মার যেমন সংস্কার হয় সেই অনুসারে তার বস্ত্র (শরীর) তৈরি হয়। তাহলে নতুন চোলা বা নতুন বস্ত্র কোনটি পরবে?

আত্মায় নতুন যুগের সংস্কার বা নতুন যুগের স্থাপক বাবার মতো সম্পূর্ণ সংস্কার ধারণ করা - এটাই হলো নতুন পোশাক পরা। শরীরে যতই নতুন পোশাক পর না কেন, আজকের পুরানো দুনিয়ার নতুন জিনিসও নতুন দুনিয়ার সামনে পুরানো, কেননা এগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। তাই নতুন পোশাক পরলেও তাকে নতুন বলা যাবে না। সতোপ্রধান দুনিয়াতেই সবকিছু নতুন। তমোপ্রধান দুনিয়ার সব জিনিস পুরানো, সারহীন। তো সেগুলোকে নতুন বলা যাবে কি? তাই নতুন বস্ত্র অর্থাৎ নিজের আত্মার নতুন সংস্কার, শ্রেষ্ঠ সংস্কার ধারণ করা। আর কী করবে?

যখন নতুন সংস্কার ধারণ করে নিয়েছো, তো পোতামেল রাখলে সব উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হয়ে যাবে তো না! সুতরাং পোতামেল রাখাই হ'লো পোতাই অর্থাৎ সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা। যেমন চুনকাম করলে যা কিছু নোংরা বা জীবাণু থাকে, তা' আপনা থেকেই শেষ হয়ে যায়; তেমনই যখন এমন পোতামেল চেক করবে, তখন যা কিছু দুর্বলতা থাকবে তা' স্বাভাবিকভাবেই শেষ হয়ে যাবে। একে অপরের সাথে নিজেদের মধুর বোল দ্বারা কী লেনদেন করবে? যেমন দীপাবলিতে একে অপরের থেকে খরচ (উপহার বা মিষ্টির জন্য) নেওয়া হয় তো না! তোমরা একে অপরকে কোন খরচা দেবে? তোমাদের কাছে এমন কী জিনিস আছে যা একে অপরকে খরচা হিসেবে দেবে? (স্নেহের খরচা) তোমরা তো সদাকাল একে অপরের জন্য স্নেহি আছই, নাকি শুধু আজকের দিনের জন্য বিশেষ স্নেহি হবে? তোমরা স্নেহি তো বটে, আর এই স্নেহের নিদর্শন তথা একে অপরের নৈকট্যের নিদর্শনকেই দীপমালা বলা হয়। বিশেষ দিনগুলিতে বিশেষ কোন খরচা দিতে হবে? এখনো পর্যন্ত নিজের পুরুষার্থ দ্বারা যে সহজ সফলতা প্রাপ্তি হয়েছে বা অনুভব হয়েছে, নিজের সেই অনুভবের জ্ঞান-রত্ন, যার দ্বারা প্র্যাক্টিক্যালি অনুভাবী হয়ে অন্যকে অনুভাবী বানাতে পার, এমন রত্ন একে অপরকে খরচা (উপহার) হিসেবে বিশেষভাবে দেওয়া উচিত। বুঝেছো? বাবার ভাণ্ডার নিজের অনুভব দ্বারা যা নিজের করে নিয়েছো,

নিজের বানানো সেই জ্ঞান-রত্ন একে অপরকে দেওয়া উচিত, যাতে সেই আত্মাও এর দ্বারা সহজে অনুভাবী হয়ে যায়। এটাই খরচা।

সুতরাং একে অপরকে এমন খরচা দেওয়া উচিত যা সদাসর্বদার জন্য স্মৃতিরূপ হয়ে যায়। যখন কাউকে এমন রত্ন দেবে, তখন সদাকালের জন্য সেই আত্মার বাবার সাথে সাথে তোমার দেওয়া রত্ন অবশ্যই স্মরণে থাকবে। তো কাউকে সদাকালের জন্য সম্পন্ন করার খরচা দেওয়া উচিত। এ'ভাবেই দীপাবলি উদযাপন করো এবং এ'ভাবেই শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়ে অন্য আত্মাদের শ্রেষ্ঠ সেবা করো।

আজকের দিনে সমস্ত আত্মা ধন-তৃষ্ণার্ত। তো এ'রকম তৃষ্ণার্ত আত্মাদের এমন এক আধ্যাত্মিক ধন দাও, যাতে আত্মার কখনো ধন চাওয়ার প্রয়োজনই না থাকে। ধন কারা চায়? ভিখারী। আজকের দিনে আত্মা ভিখারী হয়ে যায়। রয়্যাল ভিখারী বলো। যত বড় কোটিপতিই কেউ হোক না কেন, কিন্তু আজকের দিনে ভিখারী হয়ে যায়। এইরকম ভিখারী আত্মাকে ভিখারী দশা থেকে মুক্ত করো, এটাই হলো অসীম সেবা। তোমরা দাতার বাচ্চা তো না! সুতরাং দাতার বাচ্চারা, বরদাতার বাচ্চারা নিজের বরদানের শক্তি দ্বারা এবং জ্ঞান-দানের শক্তি দ্বারা ভিখারীদের সৌভাগ্যবান বানাও। আজকের দিনে এই ভিখারী আত্মাদের প্রতি বিধাতা এবং বরদাতার বাচ্চাদের করুণা হওয়া উচিত। যে আত্মাদের মনে এইরকম করুণা জাগে, তাদেরকেই মায়া এবং বিশ্বের এই সমস্ত আত্মা নমস্কার করে। সেইজন্য আজ পর্যন্ত মানুষ দীপ জ্বালায়। যখন লাইট জ্বলে, তখন অবশ্যই নমস্কার করে। তো এ'রকম সদা জাগ্রত জ্যোতিরূপ আত্মাদের স্মারক আজও বজায় রয়েছে। নিভে যাওয়া দীপকে কেউ নমস্কার করে না। তো সদা জাগ্রত জ্যোতি হও। এইরকম আত্মাদের বাপদাদাও নমস্কার জানাচ্ছেন। আচ্ছা।

মহারাষ্ট্র জোনের ভাই-বোনেদের প্রতি অব্যক্ত বাপদাদার মহাবাক্য - রিভাইস : ০২-১০-১২

এই জোনের সংখ্যাও অনেক। নাম মহারাষ্ট্র। সুতরাং মহান হবে তো না! তো যেমন নাম, তেমন সংখ্যাও বিশাল। বাপদাদা দেখেছেন বম্বে এবং দিল্লি - উভয় দিকেরই একটা বিষয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে। সার্ভিস তোমরা করছ, সেটা তো বলার বিষয় নয়। ভালো করছ, ভবিষ্যতেও করতে থাকবে, কিন্তু বাপদাদা দিল্লি এবং বম্বের কাছে এটাই চান যে, তোমাদের সম্পর্ক ও সংস্পর্শে আসা বিশেষ আত্মারা যারা মাইকও হতে পারে, আবার উত্তরাধিকারীও হতে পারে, এমন কোনো গ্রুপ বের করো, কেননা সব বর্গের মেজরিটি বাপদাদার কাছে লিস্ট পাঠিয়েছে। বাপদাদা সেই লিস্ট দেখেছেন। লিস্টে ভালো ভালোরা রয়েছে যারা নাম উজ্জ্বল করতে পারে। এখন তাদের প্রত্যক্ষ করাও। তোমাদের পরিবর্তে যেন তারা ভাষণ দেয়। তারা যেন তোমাদের অনুভব শোনায়, জ্ঞান কী, আমরা জীবনে কী পরিবর্তন এনেছি, তা' বর্ণনা করে। যখন কোনো ফাংশন হয়, তখনও তো অনেকে নিজেদের ভালো ভালো অনুভব শুনিয়ে থাকে, কিন্তু সেটা তো কেবল ফাংশনে শোনানো হয়ে থাকে; তারা যেন লাগাতার তাদের জীবনের অনুভব করে। এই বিষয়ে অ্যাটেনশন দিলে তবেই আত্মারা বেরিয়ে আসবে, কারণ বাপদাদা সবার যে লিস্ট দেখেছেন, তার মধ্যে এমন যোগ্যরা রয়েছে, কিন্তু একটু পুরুষার্থ করে তাদের অগ্রচালিত কর। বাস্তবে, প্রতিটি বর্গের এই লিস্ট প্রত্যক্ষভাবে পরিবার এবং বাবার সামনে আনা উচিত। সব বর্গ কার্য করেছে। বাপদাদা দেখেছেন যে, কার্য করেছে, কিন্তু অনেক সময় ধরে করছে, এবার কোনো নবীনত্ব নিয়ে এস। নবীনত্ব এটাই - উত্তরাধিকারী বানাও। কমপক্ষে যারা সম্পর্কে (যোগাযোগে) আছে, তারা যেন সম্বন্ধে আসে; আর সম্বন্ধের পরে যেন সেবায় নিয়োজিত হয়। আসা-যাওয়ার সম্বন্ধ - সম্বন্ধ এটা নয়, বরং তারা যেন বাবার এবং পরিবারের সাথি হয়ে যায়। এটাও হওয়ারই আছে। এখন বাপদাদা দেখেছেন যে, ব্রাহ্মণরা মিলে যদি যেকোনো একটি সংকল্প করে, তবে তা হয়েই আছে; কিন্তু সবার যেন একই সঙ্কল্প হয়, কেননা এখন বায়ুমণ্ডল বদলে গেছে। তো বাপদাদা

এমন মাইক কোয়ালিটি বাচ্চাদের সংগঠন করাতে চান। মধুবনে দেখা করতে আসে সেটা আলাদা বিষয়, কিন্তু পরিবারের হয়ে আসা উচিত, কেননা সার্ভিসে কিছু না কিছু নতুনত্ব দরকার তো না! আচ্ছা।

আর তো বাপদাদার একটি আশা রয়ে গেছে সমূহ জোনের প্রতি। সেটি কোনটি? প্রতিটি সেন্টার যেন এই খুশখবর লেখে যে, আমাদের সেন্টার নির্বিঘ্ন, সবাই প্রেমপূর্বক সহজভাবে মিলেমিশে থাকে। বাবার সব বাচ্চা একদম অ্যাক্যুরেট, যে কার্যক্রম তৈরি করা আছে সেই দিকেই বিজি রয়েছে। নির্বিঘ্ন আছে। এটি এখনও কোনো জোনের পক্ষ থেকে আসেনি। তো মহারাষ্ট্র মহান কার্য করবে তো না! কোনো জোনই এখনও এই খুশখবর পাঠায়নি। হতে হবে, তোমাদেরই তো হতে হবে, আর কে হবে! তোমাদের তপস্যা কম নয়! টিচারই হোক বা স্টুডেন্ট দুনিয়ার হিসেবে প্রত্যেকে মহান আত্মা। এখনই দেখ, তোমরা যদি এই 'নির্বিঘ্ন' হওয়ার বিষয়ে একটু কর, তবে সবাই যেভাবে তোমাদের জড় চিত্র শুভ ভাবনার সাথে দেখে, ঠিক সেভাবেই তোমাদের এই চৈতন্য রূপকে দেবী রূপে, দেবতা রূপে দেখবে। বাকি তো সবাই ভালো সেবা করেছে। তার জন্য বাপদাদা অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

বরদানঃ- দিব্যগুণের আহ্বানের দ্বারা অবগুণ সমাপ্ত করে দিব্যগুণধারী ভব

দীপাবলিতে যেমন শ্রীলক্ষ্মীকে আহ্বান করা হয়, তেমনই হে বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের মধ্যে দিব্যগুণের আহ্বান করো। তাহলে অবগুণগুলির আহুতি অর্থাৎ যজ্ঞের অর্ঘ্যের মতো সমাপ্ত হয়ে যাবে। এরপর তোমরা নতুন সংস্কাররূপী নতুন বস্ত্র ধারণ করবে। এখন পুরানো বস্ত্রের প্রতি যেন এতটুকুও প্রীতিও না থাকে। তোমাদের মধ্যে যে দুর্বলতা, ত্রুটি, নির্বলতা ও কোমলতা রয়ে গেছে, সেই সমস্ত পুরানো খাতাকে আজ থেকে চিরকালের জন্য সমাপ্ত করে দাও। তাহলেই তোমরা দিব্যগুণধারী হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতে রাজমুকুটধারী হবে। তারই স্মরণিক হলো এই দীপাবলি।

স্লোগানঃ- স্বরাজ্য অধিকারী হতে হলে, মনরূপী মন্ত্রীকে নিজের সহযোগী করে নাও।

অব্যক্ত ইশারা :- ব্রহ্মাবাবার সমান সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ স্থিতির অনুভব করো 'বিন্দু ও সিন্ধু' - এই দুটি শব্দও যদি স্মরণে রাখো, তাহলে সম্পূর্ণতার স্থিতি সহজেই চলে আসা সম্ভব। এক বিন্দুর স্মরণ এবং আর একরস স্থিতি অর্থাৎ এক এরই মত আর এক এরই কর্তব্যে সহায়ক হওয়া। শুধু বিন্দু আর 'এক' এরপর আর বিস্তারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বিস্তারে যেতে হলে শুধু সেবার প্রতি মনোযোগ দাও। এর বাইরে নিজের বুদ্ধি চালানোর কোনো প্রয়োজন নেই।